সেচ প্রয়োগ :

ক্যাপসিকাম খরা ও জলাবদ্ধতা কোনটি সহ্য করতে পারেনা। জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হওয়ার জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।

খুঁটিঃ

কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুঁটি দিতে হয় যাতে ফলের ভারে হেলে না পড়ে।

আগাছা দমনঃ

আগাছানাশক বা হাত দিয়ে অথবা নিড়ানী দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হবে।

ফসল উত্তোলনঃ

ক্যাপসিকাম সাধারণত পরিপক্ক সবুজ অবস্থায়, বারি মিষ্টি মরিচ -১ পরিপূর্ন লাল রং হলে ও বারি মিষ্টি মরিচ -২ পরিপূর্ন হলুদ,লালচে হলুদ হওয়ার পূর্বেই মাঠ থেকে উঠানো হয়। সাধারণত সপ্তাহে একবার গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের পর শীতল ও ছায়া যুক্ত স্থানে বাজারজাত করনের পূর্ব পর্যন্ড় সংরক্ষণ করতে হবে। ফল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ফলে সামান্য পরিমান বোঁটা রেখে দিতে হবে।

ফলনঃ

৫০-৬০ কেজি/শতক।

সংকলন

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ
আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার
কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা

সহযোগীতায়

কামরুন্নাহার (কাঁকন)
টেকনিক্যাল পার্টিসিপেন্ট, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা

ডিজাইন

নুরজাহান আক্তার

মুদ্রণ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
আঞ্চলিক কার্যালয়
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
মুদ্রণ সংখ্যা : সেপ্টেম্বর/২০২৫, ১০০০০ কপি

ক্যাপসিকাম চাষ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা

ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় সবজি। ক্যাপসিকামে ভিটামিন এ, সি এবং কোলাজেন থাকে। এসব উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং ত্বক ও অস্থি সন্ধি ভালো রাখতে সাহায্য করে। এতে ক্যাপসিসিন নামক এক ধরনের উপাদান থাকে। এটি শরীরে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে। এটি অভিজাত হোটেলে ও বড় মার্কেটে প্রচুর বিক্রি হয়ে থাকে। চাহিদা বাড়তে থাকায় টবে ও জমিতে মিষ্টি মরিচ বা ক্যাপসিকামের চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে।

জাতঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি মরিচের ২ টি জাত আছে। বারি মিষ্টি মরিচ -১ ও বারি মিষ্টি মরিচ-২ । বারি মিষ্টি মরিচ-১ জাতটি মাঝারি আকৃতির এবং ৭০-৭৫ সে.মি. হয়। প্রতিগাছে ৭-৯ টি ফল ধরে এবং ফলের গড় ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম হয়। পাকলে গাঢ় লাল বর্ণের হয়। চারা লাগানোর ৬০ দিন পরে ফুল আসতে শুরু করে এবং ৩০-৪০ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। বারি মিষ্টি মরিচ-২ সাধারনত ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড় আর্কষনীয় ঘন্টাকৃতির হয়। পাকলে এটি হলুদ বর্ণ ধারন করে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি :

ক্যাপসিকাম উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫ সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬-২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম বা বেশী হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে, ফলন ও মান কমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয়না। সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উত্তম। ক্যাপসিকাম খরা এবং জলাবদ্ধতা কোনটি সহ্য করতে পারেনা। ক্যাপসিকামের জন্য মাটির অম্লক্ষারত্ব ৫.৫-৭.০ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্চনীয়।

জীবনকালঃ

জাত ও মৌসুম ভেদে ক্যাপসিকামের জীবনকাল ১৩০ থেকে ১৫০ দিন পর্যন্ত হয়ে যায়।

বীজ বপনের সময় :

অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস।

বীজের মাত্রা :

প্রতি গ্রাম বীজে প্রায় ১৪০ টি বীজ থাকে। অঙ্কুরোদগমের হার ৯০% এবং মাঠে বাঁচার হার ৯০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টর বীজের পরিমান ২৩০ গ্রাম এবং চারার সংখ্যা ৩০,০০০ প্রয়োজন।

চারা উৎপাদন :

প্রথমে বীজগুলো ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুনিষ্কাশিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০x২ সে:মি: দুরে দুরে বীজ বপন করে হালকা ভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজন অনুসারে ঝাঝরি দিয়ে হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ৭-১০ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে ৯x১২ সে:মি: আকারের পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩:১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি,কম্পোস্ট এবং বালি মিশাতে হবে। পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে যাতে প্রখর সূর্যালোক না পড়ে এবং ঝড় বৃষ্টি আঘাত হানতে না পারে।

জমি তৈরী ও চারা রোপনঃ

চারা রোপনের দুরত্ব জাত ভেদে ভিন্ন হয়। সাধারনত ৩০ দিন বয়সের চারা ৪৫x৪৫ সে:মি: দুরত্ব রোপন করতে হয়। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরী করতে হবে। প্রতিটি বেড দৈর্ঘ্য ৯ মিটার এবং প্রস্থ ৭৫ সে:মি: হতে হবে যাতে দুই সারিতে ২০ টি চারা সংকোলন করা যায়। দুই সারির মাঝখানে ৩০ সে:মি: ড্রেন তৈরী করতে হবে। চারা বিকেলে রোপন করা উত্তম। চারা রোপনের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা অনেক কমে যায় ফলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নাইলন নেট এবং পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশী থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি :

ক্যাপসিকাম চাষে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নরুপঃ

সার	মোট পরিমান কেজি/শতক	শেষ চাষের সময় কেজি /শতক	পিটে বা গর্তে কেজি /শতক	উপরি প্রয়োগ	
গোবর/কম্পোষ্ট	৪০	২০	২০	-	-
ইউরিয়া	১	-	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৪
টিএসপি	১.৪২	১.৪২	-	-	-
এমওপি	১	-	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৪
জিপসাম	০.৪৪	০.৪৪	-	-	-
জিঙ্কসালফেট	০.০৫	০.০৫	-	-	-

জমি তৈরী সময় অর্ধেক গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর, টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং ১/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং এমওপি পরবর্তী দুই ভাগ করে চারা লাগানোর ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করেতে হবে।